# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

**১৯** জুন ২০১৯ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ ১৯.০৬.২০১৯–২৫.০৬.২০১৯**]

## ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

# মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তরপূর্ব দিক পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে- যার মধ্যে রয়েছে বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, ও ময়মনসিংহ বিভাগ। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রংপুর, ময়মনসিংহ, ও সিলেট বিভাগে এবং রাঙামাটি, জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ ও বান্দরবান জেলায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে। বিগত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া এবং আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বভাস এর ওপর ভিত্তি করে, বৃষ্টি হতে পারে এমন জেলাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো।

**ধান**

খরিফ মৌসুমের জন্য আমন ধানের বীজতলা তৈরি করুন।

খোলা জায়গা ও উঁচু জমিতে বীজতলা করতে হবে যাতে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি কম থাকে। উঁচু জমি না থাকলে ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন।

ব্রি ধান ৩৩, ৪৯, ৫১, ৫২, ৩৯ এবঙ ৮৭ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভাল চারা পাওয়ার জন্য প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করুন।

মূল জমির কাছে ছোট পুকুর তৈরি করুন যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায় এবং সেই পানি শুকনো সময়ে ব্যবহার করা যায়।

**আউশ ধান: বীজতলা**

বৃষ্টিপাতের পর হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন এবং জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।

যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণের উপযোগী হলে রোপণ করার এটাই উপযুক্ত সময় কারণ আগামী কয়েকদিনে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং মৌসুমী বায়ু অগ্রসর হয়েছে।

**সবজি**

- সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ঢেঁড়শ এর মাইট দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ১.৫-২ মিলি ইথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চিচিংগা, শশা, ঝিঙা ও করল্লার জমিতে নির্দিষ্ট সময় পর পর হাত দিয়ে আগাছা নিধন করতে হবে। খুব সকালে ও বিকেলে চিচিংগা, শশা ও করল্লায় হাত দিয়ে পরাগায়ন করালে শতভাগ ফল আসা নিশ্চিত করা যায়।

**পাট:** বৃষ্টিপাতের পর আগাছা নিধন করুন।

আগাম বপনকৃত পাটের জমিতে বৃষ্টিপাতের পর পাতলাকরণ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে -

- ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে

সেমিলুপার আক্রমণ করলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে বৃষ্টিপাতের পর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

**আম**

দমকা হাওয়ায় গাছের ডাল ভেঙে যেতে পারে। এটি ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলের মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিথাইল ইউজেনল ও ১ মিলি ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি মিশিয় ফাঁদ তৈরি করতে হবে। একটি ফাঁদে ১০০ মিলি মিশ্রণ ও এক হেক্টর জমিতে ১০ টি ফাঁদ রাখতে হবে। বৃষ্টি না থাকলে অথবা বৃষ্টিপাতের পর পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করুন।

**কলা:**দমকা হাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করতে হবে।

** জেলা পর্যায়ের বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।

# দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

**গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৯ জুন, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৮ জুন, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৯ জুন, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:**

| বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | বিভাগের নাম | পর্যবেক্ষণা-গারের নাম | বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:) | সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা | সর্বনিম্ন তাপমাত্রা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | ০২ | ৩৪.৮ | ২৭.৭ | রাজশাহী | রাজশাহী | ০০ | ৩৫.৯ | ২৭.০ |
| | টাঙ্গাইল | ০১ | ৩৪.৪ | ২৬.৫ | | ঈশ্বরদী | ০০ | ৩৫.০ | ২৭.২ |
| | ফরিদপুর | ০০ | ৩৪.৩ | ২৬.৬ | | বগুড়া | ০০ | ৩৩.৫ | ২৭.৮ |
| | মাদারীপুর | ০০ | ৩৪.০ | ২৪.৪ | | বদলগাছী | ০০ | ৩৩.২ | ২৭.১ |
| | গোপালগঞ্জ | ০০ | ৩২.০ | ২৫.৫ | | তাড়াশ | ০০ | ৩৩.৬ | ২৮.৪ |
| | নিক্‌লি | ০০ | ৩৩.৬ | ২৮.৭ | | | | | |
| | | | | | রংপুর | রংপুর | ৩০ | ৩৪.৬ | ২৫.২ |
| ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ০০ | ৩৩.৮ | ২৭.৪ | | দিনাজপুর | ১১ | ৩৪.৩ | ২৭.৫ |
| | নেত্রকোনা | ০০ | ৩৪.৫ | ২৮.০ | | সৈয়দপুর | ২৩ | ৩৪.০ | ২৪.৮ |
| | | | | | | তেঁতুলিয়া | ০৫ | ৩১.৫ | ২৫.৮ |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০৪ | ৩৪.২ | ২৬.৪ | | ডিমলা | ০২ | ৩২.২ | ২৪.২ |
| | সন্দ্বীপ | ০০ | ৩৪.৬ | ২৭.৪ | | রাজারহাট | ২৭ | ৩৩.০ | ২৬.০ |
| | সীতাকুন্ড | ০১ | ৩৫.০ | ২৭.০ | | | | | |
| | রাঙ্গামাটি | ১৯ | ৩৬.২ | ২৫.৪ | খুলনা | খুলনা | ০০ | ৩৪.০ | ২৬.৫ |
| | কুমিল্লা | ০২ | ৩৩.০ | ২৬.২ | | মংলা | ০১ | ৩৩.০ | ২৬.৩ |
| | চাঁদপুর | ০৪ | ৩৪.২ | ২৬.৫ | | সাতক্ষীরা | ০০ | ৩২.৫ | ২৮.৫ |
| | মাইজদীকোর্ট | ০০ | ৩৫.৬ | ২৮.০ | | যশোর | ০০ | ৩৬.২ | ২৭.৮ |
| | ফেনী | ০০ | ৩৫.৬ | ২৬.২ | | চুয়াডাঙ্গা | ০০ | ৩৫.৭ | ২৭.৫ |
| | হাতিয়া | ০০ | ৩৪.৩ | ২৭.১ | | কুমারখালী | ০০ | ৩৩.০ | ২৭.৬ |
| | কক্সবাজার | ০৩ | ৩৩.০ | ২৬.৫ | | | | | |
| | কুতুবদিয়া | ০৩ | ৩৩.২ | ২৭.৫ | বরিশাল | বরিশাল | ২২ | ৩২.৬ | ২৬.৬ |
| | টেকনাফ | ২৪ | ৩১.৬ | ২৪.৫ | | পটুয়াখালী | ২৬ | ৩২.৪ | ২৪.৩ |
| | | | | | | খেপুপাড়া | ৭২ | ৩১.৮ | ২৩.১ |
| সিলেট | সিলেট | ০০ | ৩৫.৫ | ২৬.৮ | | ভোলা | সামান্য | ৩৩.৮ | ২৭.৪ |
| | শ্রীমঙ্গল | ০০ | ৩৫.৫ | ২৬.৪ | | | | | |

**প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:**

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৬৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৭২ মিঃ মিঃ ছিল।

**সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ**

**পূর্বাভাসঃ** রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা ও খুলনা বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

**তাপমাত্রাঃ** চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

## সপ্তাহের শেষে (১৯ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

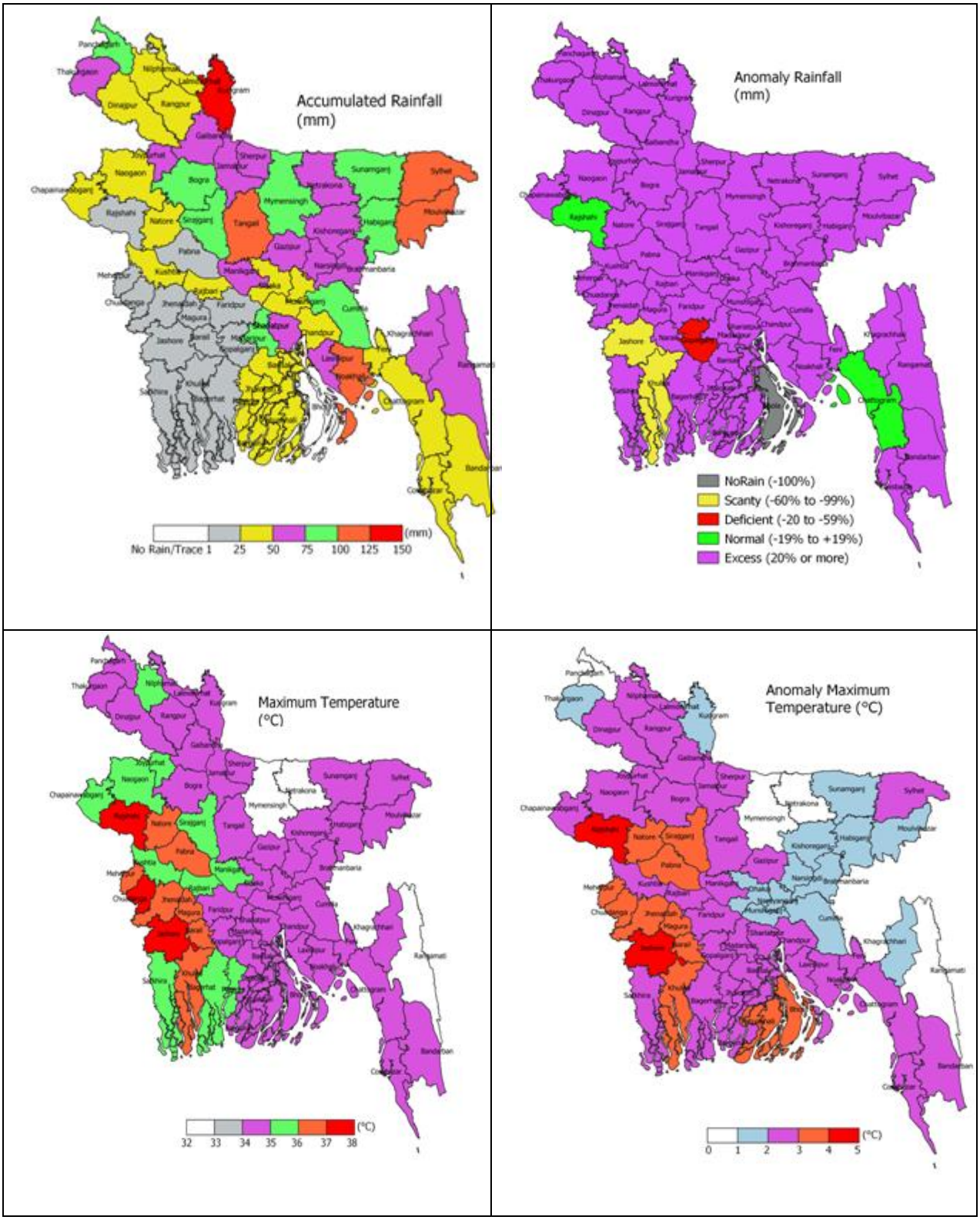

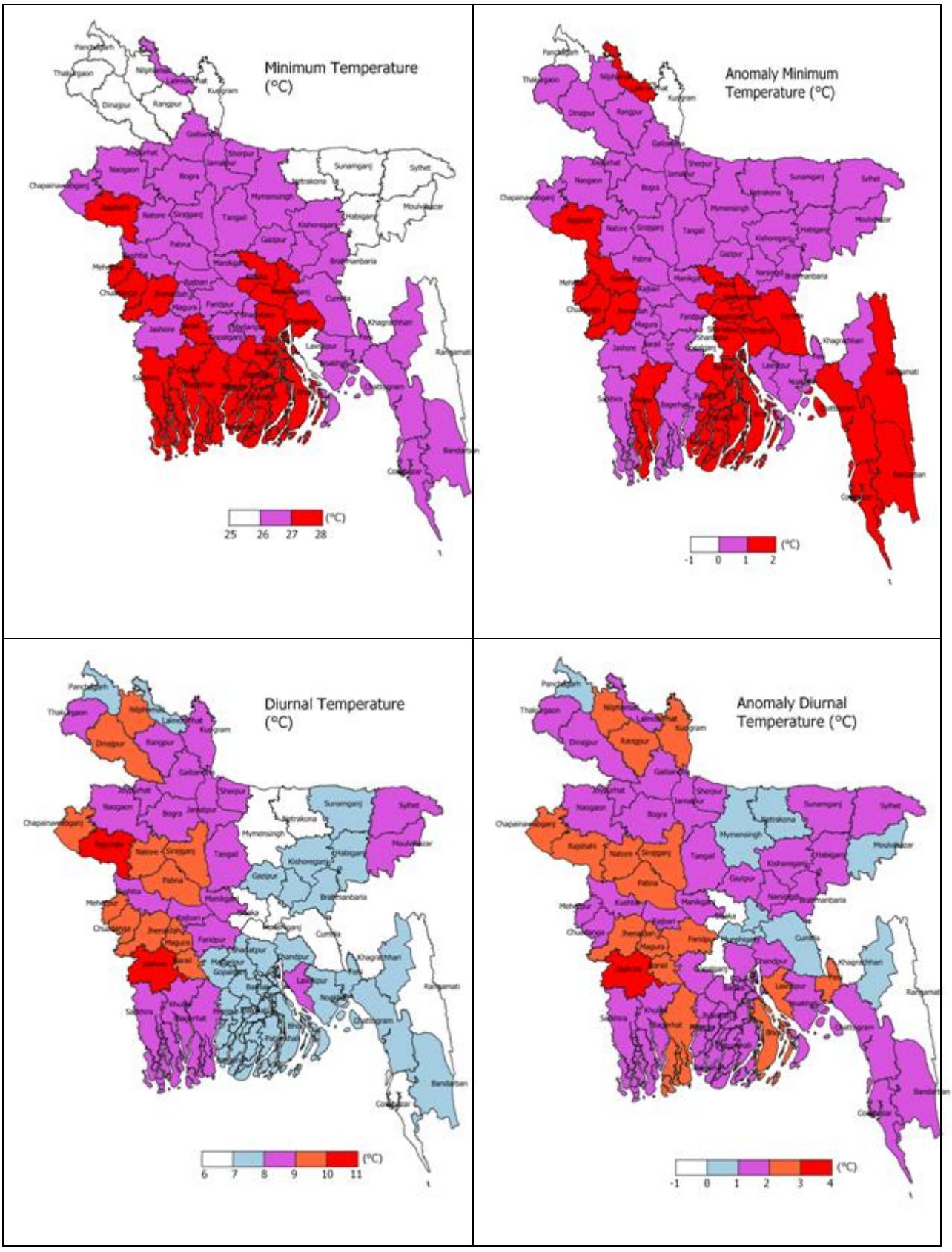
Minimum Temperature (°C)
25 26 27 28 (°C)
Anomaly Minimum Temperature (°C)
-1 0 1 2 (°C)
Diurnal Temperature (°C)
6 7 8 9 10 11 (°C)
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
-1 0 1 2 3 4 (°C)

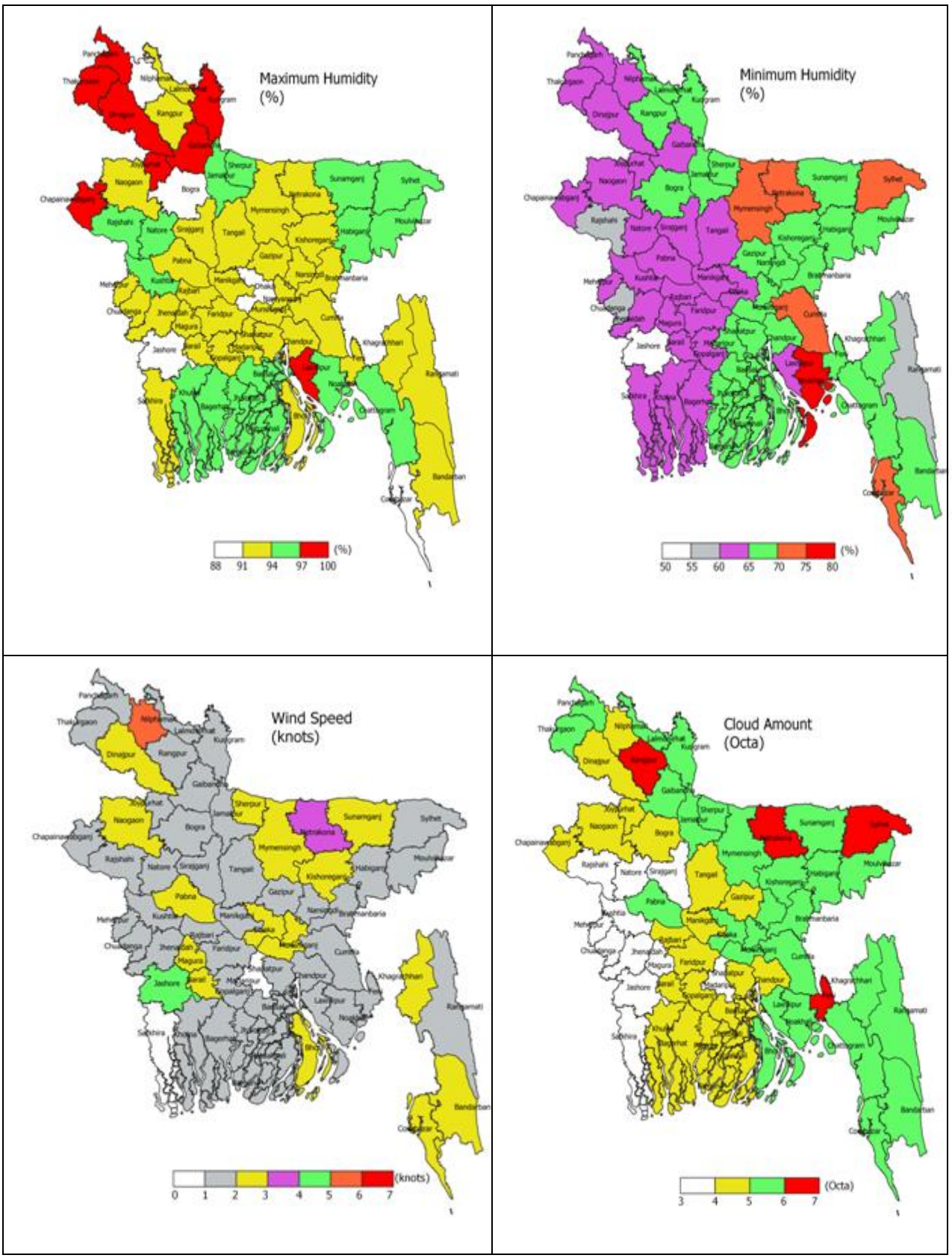
Maximum Humidity
(%)
(%)
88 91 94 97 100
Minimum Humidity
(%)
(%)
50 55 60 65 70 75 80
Wind Speed
(knots)
(knots)
0 1 2 3 4 5 6 7
Cloud Amount
(Octa)
(Octa)
3 4 5 6 7

# আবহাওয়া পূর্বাভাস

**আবহাওয়া পূর্বাভাস (৯/০৬/২০১৯ হতে ১৫/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত): এ সপ্তাহে দিনের ৫.০০-৬.০০ ঘন্টা রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং প্রতিদিন গড়ে ৩.৫০ হতে ৪.৫০ মিমি পানির ঘাটতি হতে পারে ।**

- রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজধবৃষ্টিসহ ঝড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।

- চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে দিনের তাপমাত্র সামান্য কমতে পারে এবং দেশের অন্যএ প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং সারাদেশে রাতের তাপমাত্র প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

## আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৯জুন হতে ২৫ জুন পর্যন্ত)

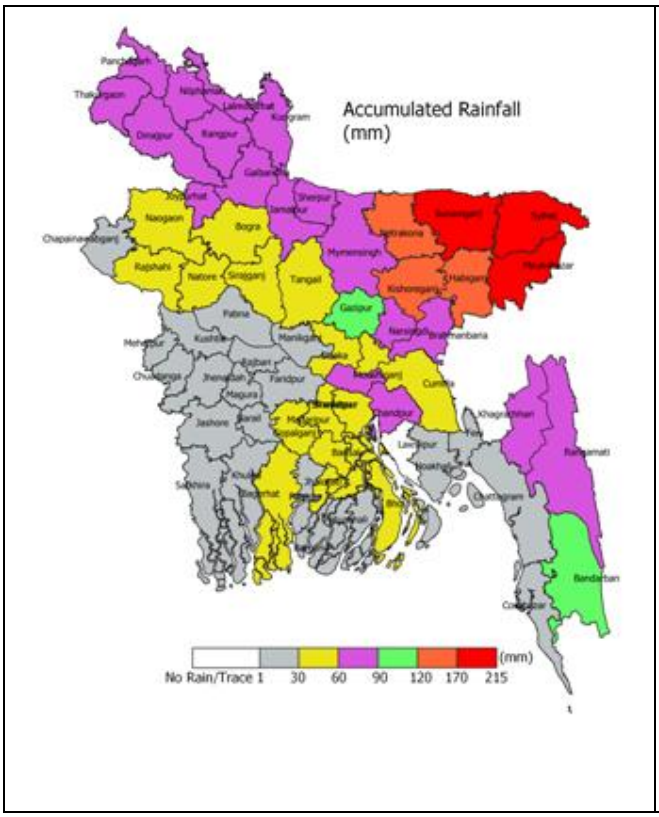


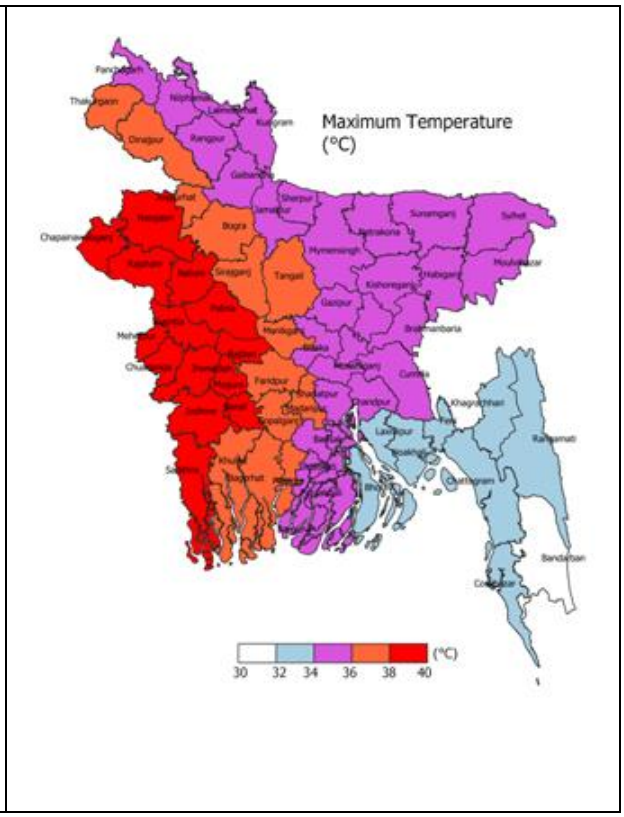

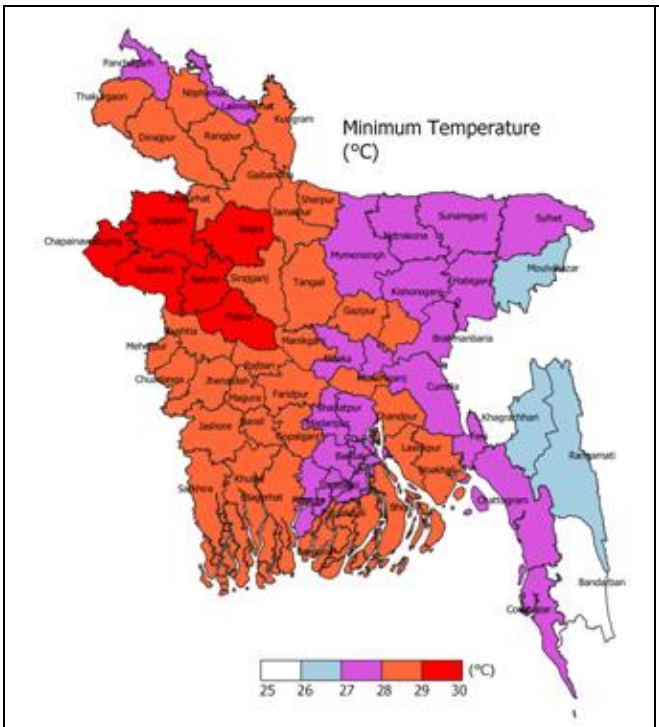
Minimum Temperature
(°C)
25 26 27 28 29 30
(°C)

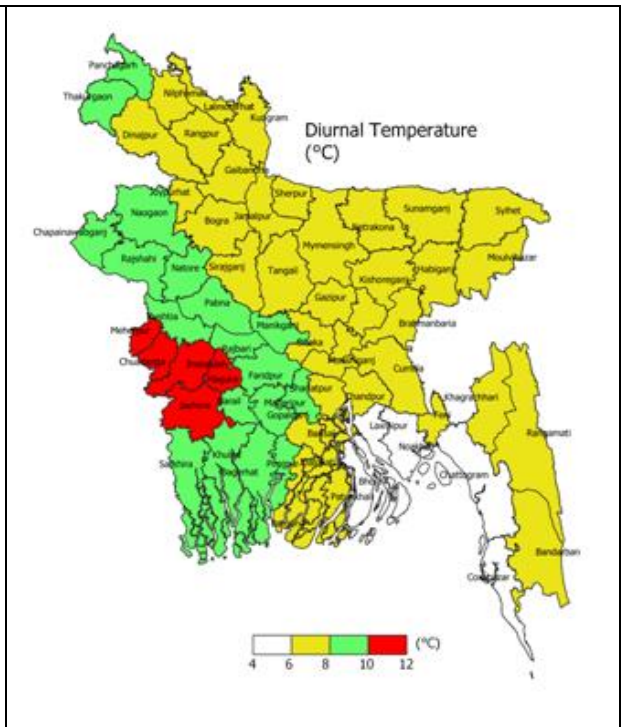
Diurnal Temperature
(°C)
4 6 8 10 12
(°C)

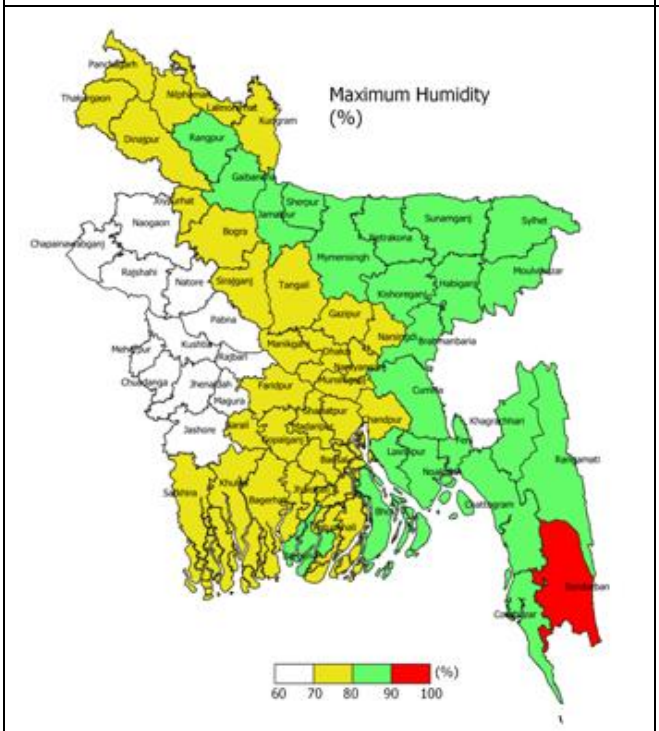
Maximum Humidity
(%)
60 70 80 90 100
(%)

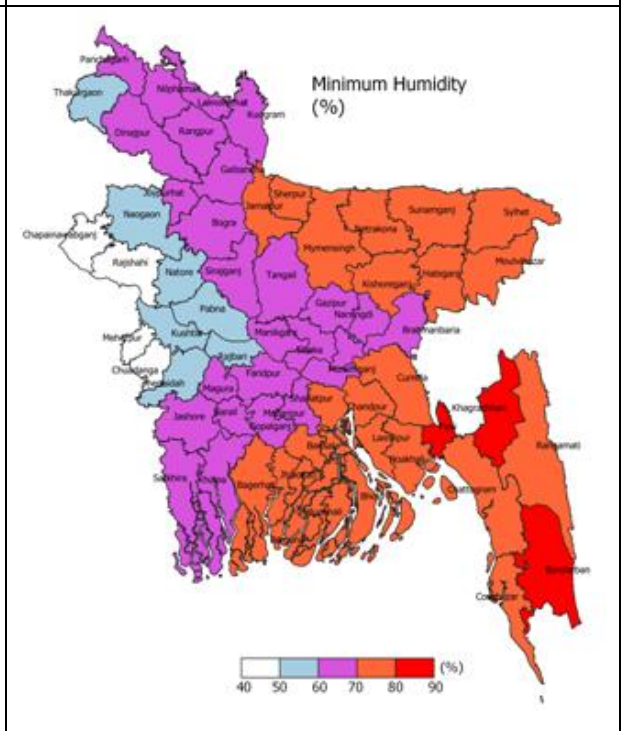
Minimum Humidity
(%)
40 50 60 70 80 90
(%)

| | |
|---|---|
| 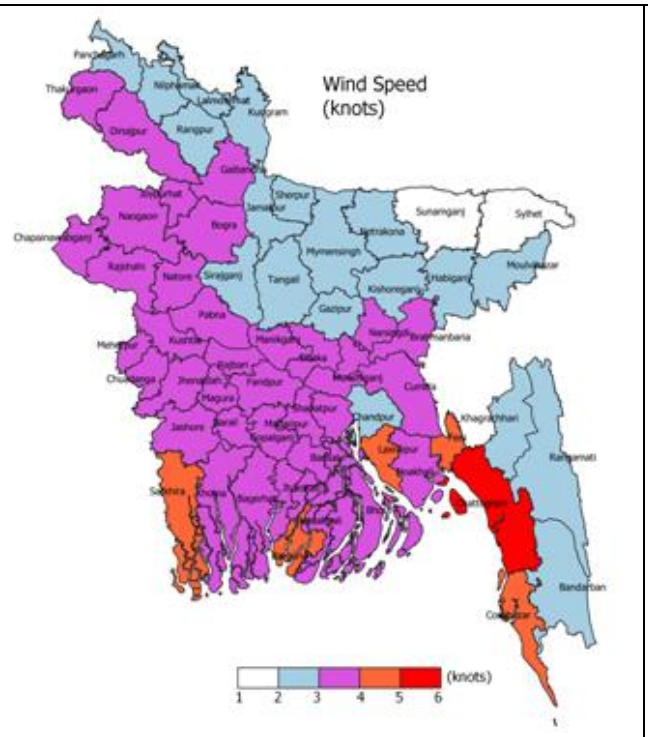 | |

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 23 (4 June -10 June) over Agricultural regions of Bangladesh

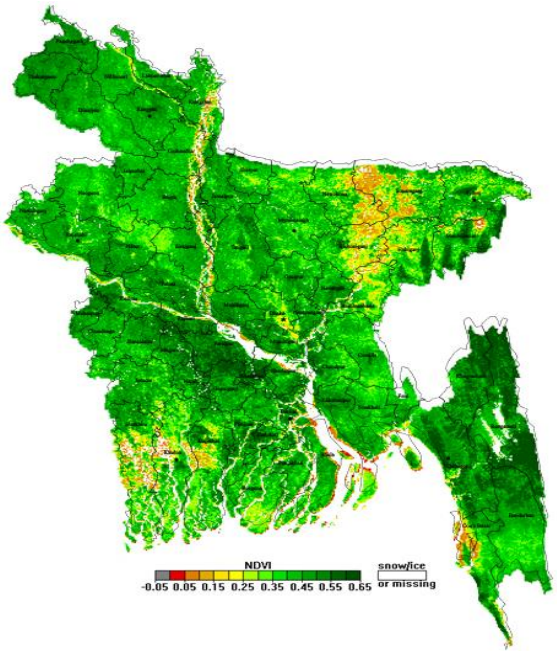


NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 23 (4 June -10 June) over Agricultural regions of Bangladesh

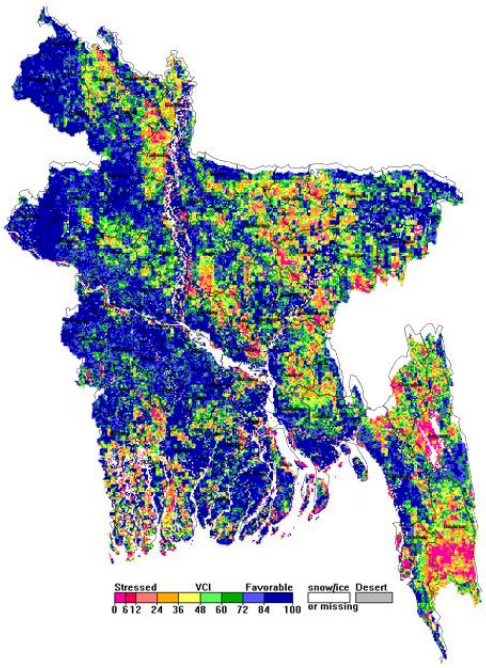


NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 23 (4 June -10 June) over Agricultural regions of Bangladesh

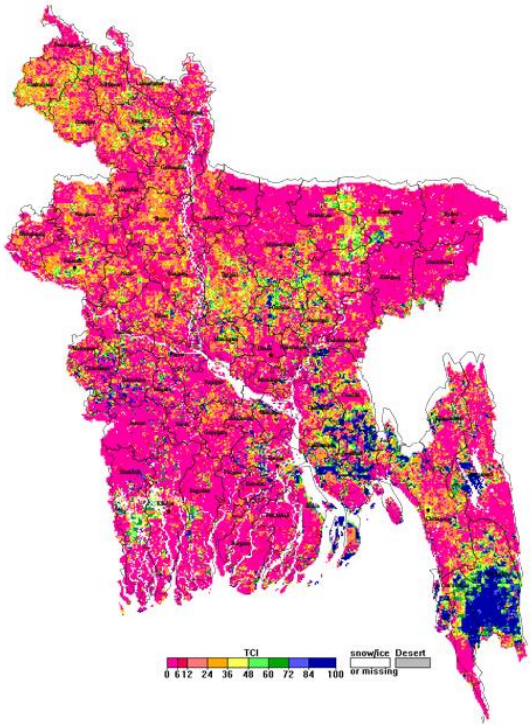


NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 23 (4 June -10 June) over Agricultural regions of Bangladesh

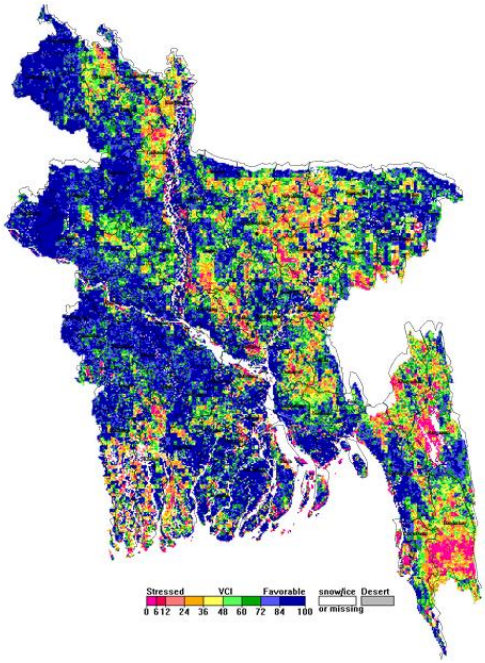

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও এপ্রিল এ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অংশগুলির কিছু জেলা স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব প্রায় কেন্দ্রীয় অংশগুলির কয়েকটি জেলা শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

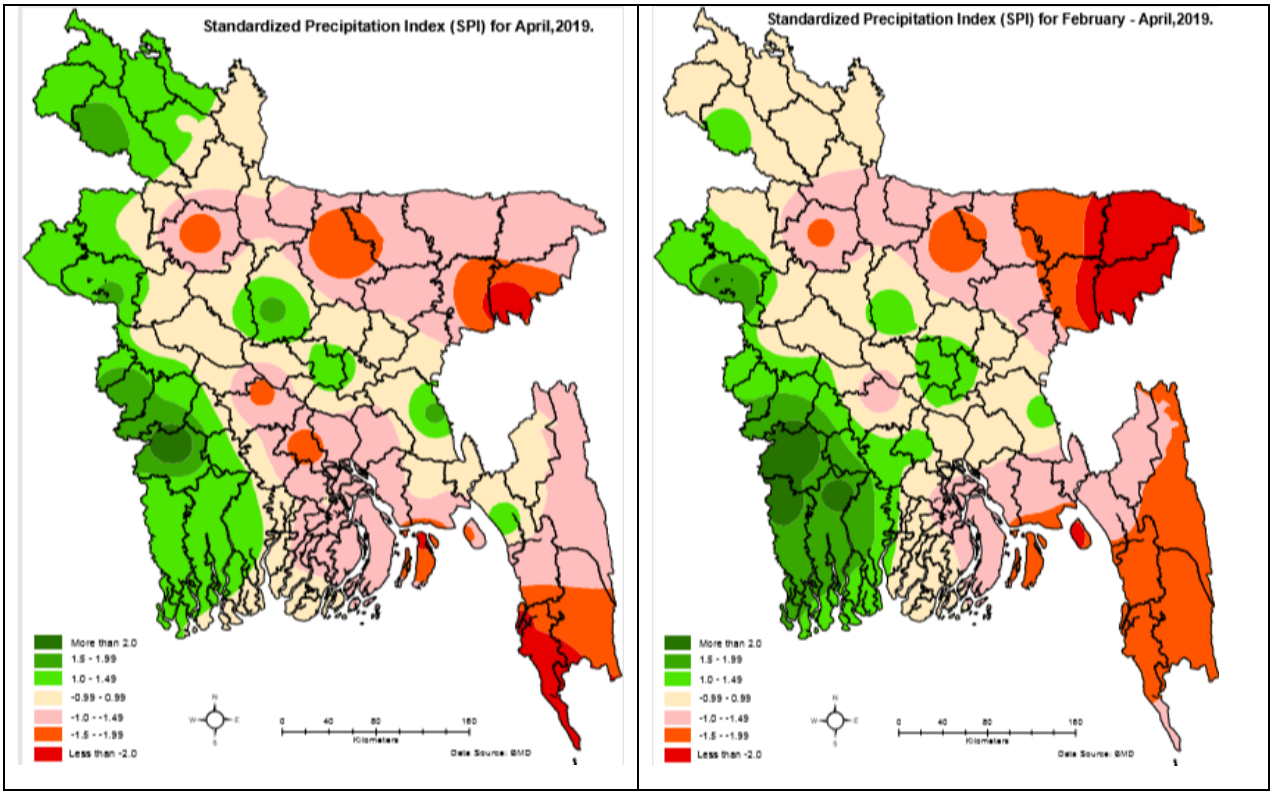


Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

১৯জুন ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

**এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি**

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা ও কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে যা আগামী ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে।
- তিস্তা এবং সুরমা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ২৪ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে।

**নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন | ৯৪ | গেজ স্টেশন বন্ধ আছে | ০১ (গোয়াইন ঘাট) |
| বৃদ্ধি | ৩৮ | গেজ পাঠ আরম্ভ হয়নি | ০১ (জাগির) |
| হ্রাস | ৪৫ | গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি | ০০ |
| অপরিবর্তিত | ০৯ | মোট তথ্য পাওয়া যায়নি | ০২ |
| | | **বিপদসীমার উপরে** | **০০** |